পুতুল

পুতুল।
অথচ তার দু'চোখে অবাক তারা জ্বলে!
তারার মালায় গাঁথা আছে তার তনুর তনিমা
এবং দক্ষিণ হাওয়া বহে তার সুরের লাবণি
আসকাল রাত্রির আকাশ।

পুতুল যদিও
তবু
হেমন্তের বিকেলের রোদে
মুখ মুছে
নিজ হাতে তুলে নেয়
সোনামাখা ধানের মঞ্জরী দু'চারিটি
যদিও পুতুল।

পুতুল।
দু'হাত ভ'রে সারাদিন ফসল কুড়িয়ে
আদিম স্রোতের ঢেউয়ে হাত ধুয়ে
বিশ্রামের আয়োজন
আর
যে আছে আদিম সঙ্গী—তার
অমাবস্যা-হৃদয়ে নির্জনে
ফুল তোলে
নিজ হাতে খোঁপায় সাজায়
রাণী সাজে।

পুতুল।
এখন তার সম্রাজ্ঞীর মতন মহিমা!
শৈশব কৈশোর আর যৌবনের সারা পথ হেঁটে
অবশেষে
সে এখন একযুগ সভ্যতার উজ্জ্বল আকাশ!

পুতুল বলি না তাকে
যদিও যে আদিম পুতুল।

রাণী বলি
কেননা সে প্রাণের পুতুল।

প্রাজ্ঞ বণিকের প্রার্থনা

জানি না কখন কবে 'মিডাস্'-এর আর্ত অনুনয়ে
পৃথিবী চঞ্চল হবে, সব ক্ষুধা নগ্ন হবে—উর্ণার আড়াল
ছিন্ন হবে। আর্তির শিখায় দগ্ধ হবে নির্লজ্জ পিপাসা ;
মুক্তদ্বার সোনার পিঞ্জর পড়ে রবে
প্রায় অর্ধ শতাব্দীর পাখি তার পুরাতন নীড়
খুঁজে নেবে। যে-মাটি সোনার কঠিন দেয়ালে রুদ্ধ
যার ফুলে-ফলে হাওয়া নেই জল নেই
এবং সহজ শিশিরসন্নত ভোরে সুকুমার পরিচর্যা নেই—
মুক্ত হবে সে মাটির বুক, তার হৃতজ্যোতিঃ পাতায় সবুজ
কৈশোরের গান হবে ঘরে ফেরা হাওয়ার গুঞ্জন ;
তৃষার পীড়নমুক্ত প্রাজ্ঞ মুহূর্তের সূর্যোদয়ে
পৃথিবী উজ্জ্বল হবে জানি না কখন।

জানি শুধু
জনারণ্যে একদা নির্মল বাসনার মুক্ত সোনা
যখন ছড়ালো ভোরের প্রথম পাখি
তখন হৃদয়ে সোনার ছলনা নেই, আমি এক
কিশোর সৈনিক দেশপ্রাণ। সেই দেশ
মুক্ত আজ।

কেটেছে কৈশোর
কৈশোরের আরাধনা কখন যৌবনে
বিলিয়ে নিঃশেষে কবে সুচতুর বরদাতা বাক্কাস্-এর পায়ে

প্রমত্ত মিডাস্ আমি দেহের প্রাণের
সব সুধা লাবণ্যের বিনিময়ে অন্য এক বন্দরের ঘাটে
কুড়াই অশেষ সোনা দিন রাত্রি। সোনায় কখন্
পাহাড় তুলেছি গড়ে আর সেই পাহাড়ের গুহায় কখন
সোনার পালঙ্কে পাতা সোনার শয্যায়
ভুলেছি আপনজন আত্মীয় এবং
শিশুপুত্র কিশোরী কন্যার মুখ ; এবং একদা
দেখি এ হৃদয় কবে এক খণ্ড বিশুদ্ধ সোনায় পরিণত।

সোনার কুৎসিত কর্কশ কাঠিন্যে প্রাণ ওষ্ঠাগত—
আকণ্ঠ পিপাসা আজ এক বিন্দু নির্মল জলের
সে–নদীর যে–নদীর অশান্ত কল্লোল
অতিক্রম করে গেছে দীর্ঘ বহু বৎসরের পথ,
আমার এ কারাকক্ষ দূরে রেখে দিনে দিনে সমুদ্রে উধাও।

এসো সঙ্গী হই

দেখো দেখো ঐ একটি দিন যায় মৃত্যুপণ নেতার
সাহসে বুক বেঁধে !
দেখি চলো, নতুন নদীর তীর ঘেঁষে কারা হাঁটে
সামনে কার অমরতা একটি নবযুবার ভঙ্গিতে
হেঁটে যায়।

সোনার কৌটোয় কিম্বা হীরের কৌটোয়
আমি তাকে দেখে খুশী নই
অথবা যখন মালা কিম্বা মুকুটের ছলনায় জড়ানো সে
আমি তার দুঃখে দুঃখী।

যখন সে থাকে সুখে দুঃখে ঘেরা এই
আটপৌরে দিনের এক নিয়ত সঙ্গীর মত
খুশী হই, কেননা তখন

অহঙ্কার সারা পথে ছড়ায় না কুয়াশা,
দু'চোখ মেলে দিয়ে অনায়াসে চেয়ে থাকতে পারি
দূরে, যেখানে যাত্রীরা সব চেনাচেনা, দেখো
সারাপথে যাত্রীদের ভীড়ে
তার সে মুখের রেখা স্পষ্ট নয় ;
মরা নদী পার হতে হতে দেখো দেখো
ফিরে ফিরে এখনও তাকায় সব মুখ ;
অক্লান্ত যদিও হাঁটে,
সেই পথে হেঁটে বুঝি আনন্দ, এবং
আনন্দের চিহ্ন নেই যার মুখে, দেখো
সে কেমন অবাক,
দু'চোখে বেদনার কারুকার্য কলঙ্কের কালিতে কেমন
ছেয়ে আছে দেখো
এসো
এসো তার মুখের সমস্ত কালি মুছে দিয়ে
এক সঙ্গে পার হই,
শুকনো ঘাটে জোয়ারের ডাক
আসুক, দুলুক নৌকো আর মরা ঘাসে
দুলুক সমুদ্রপ্রাণ আশায়
এবং বিবর্ণ বকুল যুঁই পলাশ–ছলনা
পার হয়ে নিষ্প্রদীপ কুটীরের সব বেড়া
ছুঁয়ে যাক অকৃত্রিম আত্মীয়তা এবং আত্মার
মলিনতা ধুয়ে নিয়ে এসো পরস্পর সঙ্গী হই।

তোমার আমার আর তার সব বাসনাকে এসো
সহজে চিত্রিত করি এসো সেই দিগন্তে
যেখানে প্রসন্ন আকাশ আর কাঁচা মাটি সহজেই
সবার ইচ্ছের অনুরূপ,
অমর যেখানে
তোমার আমার আর সকলের প্রাণের ভাস্কর !

রোদে-মেঘে

সে আমার সঙ্গী হয়ে মাঝে মাঝে থাকতে চায় কাছে—
বর্ষার বিষণ্ন একটি সন্ধ্যা ! আমি
কী তাকে উত্তর দেব, যখন ভাবতে বসি
অথবা যখন রূঢ়কণ্ঠে কিছু বলতে চাই ;
ভরারোদে পাখা মেলে দেওয়া পাখিটা তখন বলে,
বড় দুঃখী—ওকে তুমি আরো দুঃখ দিও না
মেঘেরা রোদ বড় ভালোবাসে !

রোদে-মেঘে মাখামাখি হলে
আকাশ বিচিত্র হয় এই দর্শনের প্রাচীনতা
একমাত্র প্রাচীনতা অপরাধ বলে গণ্য হলে, হায়—
তোমাকে অবশ্য আমি মনে করতে অনুরোধ জানাবো তখন
সুপ্রাচীন অথবা প্রাচীনতম বিধাতাকে
এবং তখন যদি জানতে চাই তার কোনো নতুন দর্শন,
কী তুমি উত্তর দেবে ?

তাই বলি ওকে তুমি আরো দুঃখ দিও না;
ও বড় দুঃখী আর ওর সারা আকাশে মেঘের বিষণ্নতা
ওর বাগানে একটিও ফুল ফোটে না।

ও বড় রোদে কাঙাল তাই
রোদে দু'দণ্ড গা মেলে যদি থাকতে চায় তবে
ওকে তুমি ফিরিও না।

ওর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলো,
দেখো ও বড় পরার্থপর, তাই
কখনো নিজের কথা বলে না ও
আর আজীবন সমস্ত মেঘের ভার বুকে নিয়ে
চেয়ে থাকে রোদের পথের দিকে। যদি
তোমার শিখায় তুমি দেখো ওকে

২১৩

দেখতে পাবে
রোদে-মেঘে মাখামাখি হলে
আকাশ বিচিত্র হয়
এবং বিশাল।

নতুন কবিতা

এখন ঝড়ের আকাশ থেকে
তুলে নেব একগুচ্ছ অন্ধকার,
আর পরাবো তোমার কালো মেঘমালা খোঁপায় ;
তুমি খুশী হবে ;
ঝলকাবে বিদ্যুতের দু'একটা পাপড়ি
অমাবস্যা-হৃদয়ে আমার !

ঝড়ের থাবারা যদি হানা দেয় মাথার ওপরে
ঘরের পুরনো ছাতে
হয়ত দেখা দেবে কোন বিহঙ্গ-মন ;
বৃষ্টির সাহানা সুর তখন
আমাদের নিস্তরঙ্গ মনে
হয়ত কোনো নতুন সুরের জাল
বুনে দিতে পারে।

অথবা এ বৃষ্টি আর এই মেঘ এই ঝড়
যদি সুকঠিন নিষ্পেষণে
ভালোবাসে বাছাকে তোমার—
আবরণহীন উলঙ্গ সেই মানবশিশু
আর তার নরম তুলোর মত দেহ
যদি না-ও জেনে থাকে
অবিনশ্বর কবিতার মর্মকথা—
তার সহস্র সঙ্গীর হয়ে
তুমি ত পারো জন্ম দিতে নতুন কবিতার।

একতাল নরম মাংসপিণ্ড যদি
ছিন্ন-ভিন্ন হতে থাকে হাওয়ার নখরে
আর তার অবোধ আর্তনাদ
যদি ভেঙ্গে দেয়
পুরনো কবিতার ছন্দ
সে মুহূর্তে তাকে তোমার ভালোবাসাই করুক জয় ;
অনায়াসে নগ্ন করো
অমর প্রকৃতি—
আর সেখানে উচ্ছ্বসিত করো
আর এক প্রেমের বন্যা।

আজ এই শেষ ঝড়ের মুহূর্তে
তোমার বাসনা-বিহ্বল চোখের
চরম দৃষ্টি হানো
জন্ম দাও নতুন কবিতার
শিল্পীকে অমর করো।

উত্তীর্ণ প্রহরের গান

যখন জোয়ার ছিলো
ভরা নদী
ভোরের পাখিরা
প্রবাসের নীড় ছেড়ে নেমে গেলো,
জোয়ারের জলে
গা ধুয়ে ভোরের রোদে ডানা ঝাড়ে ;
তৃষ্ণার সবুজ
তুলে নেয় ঘাসের নরম নম্র কণা থেকে,
বন্দরের ঘাটে
পশারীরা এক একে সব নৌকো ভাসায় জোয়ারে
তখন ফিরিনি।

ডাক শুনিনি তখন
সঙ্গীদের।

এক ভোরে যারা এসে অন্য এক ভোরে
পাখির প্রসন্ন চোখে ঘরে ফিরে যাওয়ার পথের
নিশানা কুড়িয়ে পেলো—
ফসল কুড়িয়ে
নতুন জলের ঢেউয়ে ঢেউ রেখে প্রথম জোয়ারে
যারা গেলো
ডেকে ডেকে ফিরে গেলো।

একা আমি মায়া-মারীচের
বিলোল নয়নে রেখে দু'নয়ন
বিমুগ্ধ আত্মার
আর এক মানবশিশু।

ভোর থেকে ভোরে
জোয়ারে জোয়ারে নিত্য আরো বহু অভিজ্ঞ বিষয়ী
প্রজ্ঞাবান গৃহস্থেরা আরো বহু ফসল কুড়িয়ে
ফিরেছে যে যার ঘরে।

সামান্য সঞ্চয় ঘর থেকে যা এনেছি
দিয়েছি বিলিয়ে
তার পায়ে—
নতুন যৌবন বিলিয়ে তৃষ্ণার তীব্র
আগুন জ্বালিয়ে
যে নাগরী নারীর সাম্পান
ঘাটে ঘাটে
নূপুরের ধ্বনি তোলে

তার
কটাক্ষের ঝোড়ো হাওয়া
কখন তুলেছে ঝড় এখানে। ঘাটের

নিবেছে সমস্ত আলো
মরা নদী
নির্জনতা। আজ
বিষণ্ন সন্ধ্যায় একা আমি।

রাত্রি নামে—
মনে পড়ে এক ছোট হাট
সামান্য পশরা
সামান্য দু'এক কড়ি হাতে নিয়ে বটের ছায়ায়
বেচাকেনা।

দুই ধারে সরুরেখা জলের আর্শিতে
মুখ দেখে আসা যাওয়া সরুপথে
সব মনে পড়ে।

মনে পড়ে
আর জানে মন,
এই অবারিতদ্বার
প্রেক্ষাগারে
একদা অক্ষম কোনো নায়কের ভুল অভিনয়
নতুন জলের ঢেউয়ে মরা নদী জাগাবে ;
এবং
আঁধার নির্জন ঘাটে আলো দেবে।

তারা দু'জন

১
তাকে দেখি নিজের মনের আর্শিতে সকালসন্ধ্যা অনিকেত প্রেয়সীর মত।
সে আসে
আমার পিপাসার অন্ধকারে বাতি জ্বেলে
কখনো কখনো।

সেই চুল চুলের অরণ্য আর পদ্মআঁখি
আমার মনের আর্শিতে যখন স্থির
মনে হয় সব ঈর্ষা ভালবাসা হবে
হৃদয় সম্রাট হবে পৃথিবীর।

পৃথিবীর ঢেউ
কখন যে সব পথ ভাসায়
কখন ঝোড়ো হাওয়া ধূলিমাটি উড়িয়ে
চোখের দৃষ্টিকে আড়াল করে, জানি না।

হঠাৎ মনে হয় আমি এক অভিশপ্ত মানব–সন্তান
নূহের প্লাবনে পথ হারিয়েছি
এবং পথের সব আলো নিবে গেছে
হৃদয়ে কেবল
বিপন্ন বিব্রত এক আর্শির ছলনা।

২
কবিতার লাবণ্যে শরীর তার সম্পন্ন
যদিও মানবীর তৃষ্ণা তার হৃদয়কে আলোড়িত করে না
কখনো এবং এক মানবের তৃষ্ণা তাকে মাঝে মাঝে ছুঁয়ে যায়
স্পর্শ যার অনন্য
কেননা বিনিময়ে সে কিছু কখনো আশা ক'রে অপেক্ষায় থাকে না
সে তার বৈষয়িক পৃথিবীর পথ ধ'রে
নির্বিকার পায়ে হেঁটে যায়।

কবিতার লাবণ্যে শরীর তার সম্পন্ন !
যদিও তার কোন তৃষ্ণা নেই
অথচ তৃষ্ণার সমুদ্রও তার দেহে অনায়াসে লীন হতে পারে—
ট্রয়ের আত্মাকে আর হৃদয়কে জ্বালিয়েছে যে আগুন
তার সব দাহ দেহে তার শান্ত হতে পারে
আর তৃপ্ত হতে পারে
তার সব তৃষ্ণা সে দেহের লাবণ্য হৃদয়ে মেখে নিয়ে

মুহূর্তে এবং তৃপ্ত মানবের বিস্মিত হৃদয়
তখন সহজে বলে :
যেখানেই দেখি
বাগানে পথের পাশে পুকুরের ঘাটের কোণায়
এবং যখন হাতে ভালোবেসে তুলে নিই
তখন এ পৃথিবীতে ফুলের তুলনা নেই।

স্বরূপে মহিমা তার

আমাদের আজন্ম অবুঝ সঙ্গী এ দু'টি পুতুল।
এবং আদিম
অমর যে ফুল দু'টি
নির্মল রোদের মাঠে ফোটে না
এবং
লজ্জা পায় লোকালয়ে,
সেই দু'টি ফুল
দু'টি পুতুলের হাতে তুলে দিয়ে
আসুন দু'জনে
নিবিড় সন্ধ্যার এই অন্ধকারে আমরাও এখন
অন্ধকার হয়ে যাই।

অন্ধকার হই আর প্রায়অন্ধ দু'টি চোখ তুলে
নির্বোধ পশুর মত চেয়ে থাকি ;
হঠাৎ সজীব অবুঝ পুতুল দু'টি
কিছুক্ষণ খেলুক আঁধারে।

অপকটে
সব সত্তা আত্মা তুলে দিয়ে
দু'টি পুতুলের হাতে
আমাদের কপট দেহের দু'টি শব
পড়ে থাক পাশে।

আমরা এখন
অনায়াসে আমাদের পুতুল দু'টিকে
মুক্ত ক'রে দিতে পারি সব আবরণ থেকে ;
খুলে নিয়ে সব পরিচ্ছদ
এখন তাদের
সহজে বানাতে পারি স্বাভাবিক আঁধারে স্বভাব।

এবং নির্মল
আঁধারের সমুদ্রে কি ক'রে
হঠাৎ জীবন্ত দু'টি পুতুল সাঁতার কাটে
দেখে যেতে পারি।

আমরা পরিচিত নই পরস্পর
তবু পরিচয়
প্রাত্যহিক ভ্রমণের পথে আর
সন্ধ্যার আঁধার এই প্রান্তরে কি লেখা নেই ?

নিত্য কি দু'জন
দু'জনের ক্লান্ত চোখে কিছুই পড়িনি ?
সুন্দর শোভন দু'টি আভরণে সজ্জিত অথচ
জর্জরিত দু'টি ক্লিষ্ট হৃদয়ের প্রতিকৃতি
দেখিনি কি ?

এবং দু'জনে
বৈষয়িক বন্দরে অথবা
শৌখিন মেলার কোনো সজ্জিত সারিতে
অথবা কখনো
পলাশপ্রসন্ন এই মাঠে মাঠে
বৈকালিক ভ্রমণের ছদ্মনামে
সঙ্গে ক'রে আনিনি কি
আমাদের আজন্ম অবুঝ সঙ্গীদের—
সেই দু'টি পুতুল

যাদের
সারা দেহে আমাদের গোপন প্রশ্রয়
উজ্জ্বল আভায় জ্বলে?

স্বজন

হৃদয়ে জাগ্রত আছে অবিকল কৈশোরের মত
তার নাম প্রেম
এবং প্রেমের নামে জ্ঞানবৃদ্ধ পথিকৃত কোনো
ঈর্ষার আগুনে পুড়ে সোনা হয়,
অনায়াসে সংসারের পথ
পার হয় ধীরপদভরে;
যদিও গোধূলিলগ্নে
মাঝে মাঝে তাকে চেনা দায়।

ঘাটের সাম্পান যায়
কাছে দূরে
বন্দরের খোঁজে—

হাট করে—
পণ্যের সম্ভার
তুলে নিয়ে ঘাটে ফেরে
এবং বিশ্রামে
যখন তারার বীথি স্বপ্ন দেয়,
তখন হৃদয়।
মনে হয় অবিকল হৃদয়ের মত।

এবং হৃদয়ে
যখন মাঝির ডাকে উচ্চকিত ভোরের কুয়াশা
সংসার সমুদ্রে কাঁপে
দৈনন্দিন স্রোতের ইশারা;

২২১

তখন যদিও
সহজে পারের কড়ি গুণে দিয়ে
সেই ঢেউয়ে মত্ত এ জীবন ;
তবুও সন্ধ্যায়
ধুলোমাটি ঝেড়ে পুছে
এবং সস্নেহে
সমস্ত দিনের ক্লান্তি
ধুয়ে দিয়ে কাছে বসে,
এমন সুজন
স্বজন একজন আছে
তার নাম প্রেম—
হৃদয়ে জাগ্রত আছে
অবিকল কৈশোরের মত।

এই ঝড়ে অন্ধকারে

না যেও না, তোমাকে হারালে
এই ঝড়ে অন্ধকারে আশার ভরসার শেষ শিখা নিভে যায়,
যেও না। আকাশে দেখো দু'একটি তারার ফুল
জেগে আছে, আমি আছি। অনাদি কালের
সমস্ত কুয়াশা মেঘ ঝড় বর্ষা মাথায় রেখেও
এগিয়েছি ; ফুরোব না নিঃশেষে কখনো ;
তুমি শুধু সঙ্গে থাকো, যেও না। আমার
সব গেছে, ঘাটের ময়ূরপঙ্খী গেছে আর
পুকুরের মাছ, গোলাভরা ধান নেই, দুধমাখা ভাতে
এখন বসে না কাক ; তবু রাত্রিদিন
প্রহরীর মত দেখো জেগে আছে দিগন্ত আমার ;
আমি আছি এই নদী আর এই নদীর কল্লোলে
কান পেতে নির্ভয় ; কেননা তুমি আজো পাশে আছো জানি
এ মাটির অকৃত্রিম সন্তান। তোমাকে
যখন সমুদ্রঢেউ নিতে চায় ভাসিয়ে, যখন

ভেসে যেতে মন চায় তোমার, তুমিও
পাশের নদীটি দেখে লজ্জা পাও

পা ডুবিয়ে ভাবো :
দরিদ্র আমার নদী, নেই ঢেউ, দু'কূল ভাসানো
স্রোত নেই, যখন হৃদয়ে বারবার শোনো তুমি
কলরোল দূর সমুদ্রের ভয় পাই। যখন তোমার
বিভ্রান্ত মনের ছায়া সারা মুখে কেঁপে ওঠে—
মনে হয়, শেষ শিখা সর্বশেষ ঝড়ে
নিভে যাবে, আমি নিভে যাবো। আমার সমস্ত বুক জুড়ে
যত প্রাণ বেঁচে আছে আর যত সুরের প্রলেপ
এখনো জারুল আর জামরুলের পাতায় মর্মর তোলে কিছু
সব যাবে নিঃশেষে ফুরিয়ে।
এ নদী তখন কোনো সরীসৃপ শরীরে মৃত্যুর
অন্ধকার হয়ে রবে।

নদীকে একদা

সমুদ্রের আলাপে মুখর দেখার যে সাধে তুমি
আমাকে তোমার কৈশোরে আশ্বাস আর সান্ত্বনায়
রেখেছো ভুলিয়ে, সব নিয়ে
তুমি যদি ভেসে যাও, অস্তিত্ব আমার
তবে কোন্ আশ্বাসের মৃত্তিকায় ভর দিয়ে দাঁড়াবে, আত্মার
এ শিখায় বলো কার পরিচর্যা প্রেমের প্রাণের
আমাকে নতুন কোনো বাসভূমি নতুন মাটিতে
রচনার ইঙ্গিতে নতুন এবং প্রখর কোনো
প্রতিভার স্পর্শ দেবে বলো ?

তার খুশি আমার

তার খুশি পৃথিবীতে এখন দুর্লভ !
আমার খুশিতে আমি তাকে বন্দী ক'রে রেখেছি বাগানে
আমার বাগানে।

আর তার পাতা ছেঁটে ডাল কেটে
আমার ইচ্ছেই তাকে সাজায়, নিজের ইচ্ছে ব'লে
তার কিছু নেই। নিজের খুশিতে তার ঝ'রে পড়া চলে না
কেননা আমার খুশি
তারো আগে তাকে এনে ঘরে রাখে।
সে থাকে আমার খুশির টেবিলে।

আমি একটি ঘরের মালিক একচ্ছত্র
আর সেই ঘরের টেবিলে সে থাকে।
নানামূল্যে কেনা নানা সম্ভারের মাঝখানে
আমি তাকে সাজাই দু'বেলা, দেখি চেয়ে। খুশি হই
আমি তাকে সার্থক এবং চরিতার্থ ভেবে। দেখেও দেখি না
সে কেবল কি গভীর নিঃসঙ্গতা ছড়ায়
নিজের চারপাশে, কি গভীর নিঃসঙ্গতা!

রূপ আছে আর আছে সুরভি। সে একটি
ফুল কিম্বা ফুলের মতই মানুষের আত্মা হ'তে পারে
কেননা তাকেও দেখি দুঃখী কোনো মানুষের আত্মার মতই
নত ম্লান
আর তাকে ম্লান হ'য়ে মরে যেতে দেখি।
যখন বাগানে, ফুল।
অতঃপর আমার ইচ্ছের শিকার, এখন
ফুল কিম্বা কোনো দুঃখী মানুষের আত্মা হ'তে পারে।
তার খুশি পৃথিবীতে এখন দুর্লভ কেননা এখন
আমি তাকে বন্দী ক'রে রেখেছি আমার
খুশির দেয়ালে।

অভ্যাগত

বিজলী পাখার ব্লেড আর ফ্রিজের গায়ে গড়িয়ে গড়িয়ে
এরিয়েলের জাল বেয়ে বেয়ে

আমার অন্ধকার ঘর আলো করে সে এলো।
নরম মসৃণ আর কচি কলাপাতা রঙের এই মুখটি
আহা, কত যেন চেনা আমার।

আমার ইচ্ছে করে জানতে,
কবে কোথায় ওর সঙ্গে দেখা আমার ;
বিজলী বাতির বোতাম টিপে আমি তৈরী হই—
ওর মুখোমুখি হয়ে কিছু বলতে চাই ;
আহা, সেই আলোর অন্ধকারে ও হারিয়ে গেলো।

হারিয়ে গেলো অথবা আমিই ওকে তাড়িয়ে দিলাম।

পূব পাশের রাস্তায় ই–পি–আর–টি–সি'র গর্জন
সাড়ে সাতটার জেট্ নামছে আকাশমাটি কাঁপিয়ে
পাশের বাড়ির আয়রন্ড্‌চুল মেয়েটি এই মাত্র
বাইরে বেরলো,
এয়ারপোর্টে চাকরি তার।
একটা জিপ এসে থামলো দরজায়
আশরাফ সাহেব নেমে এলেন ;
এক হাতে অলিম্পিয়ার বাক্স
আর অন্য হাতে টোস্টার।
আমার ডাক এলো নীচের অধ্যাপকবারান্দার আড্ডায়
পেপ্‌টিক আলসারের আলোচনাটা কাল শেষ হয়নি
পাশের বাড়ীর মেয়েটির ভীরু ভীরু কড়ানাড়ার শব্দে
আমার ঘুম যখন ভাঙলো
রাত তখন আড়াইটা
চোখ মেলে তাকাতেই দেখি
ডিস্‌টেম্পার্ড দেয়ালের সারা গায়ে
একটি হাসি যেন ছড়িয়ে আছে।
একটু ক্লান্ত সে হাসি
কিন্তু ক্লান্তি যে এমন উজ্জ্বল হতে পারে জানতাম না।

আমি উঠে দাঁড়ালাম, ডাইনিং হলের দরজা খুললাম

ফ্রিজের দিকে তাকালাম ...
দেখতে দেখতে ফ্রিজ এরিয়েল পাখার ব্লেড
আর পাই রেডিওর সারা গা
সোফা কার্পেট আর ফ্রেমে আঁটা পিকাসো
সবকিছু মিলে একটা আমলকির বাগান হয়ে গেলো।
আমার দু'চোখ ভরে ঘুম এলো আবার ;
ঘুমুতে আমি গেলাম না—'দুয়ারে অভ্যাগত।'

শেষ সন্ধ্যা--প্রথম ঊষা

হাজার বৎসর ধ'রে লোকালয়ে তুমি লোকোত্তর
সঙ্গী হয়ে রয়ে গেছো
অথচ তৃষ্ণার
সব নদী বয়ে যায়
সব ঢেউ একে একে দূরে
কোথায় হারিয়ে যায়।

শেষ সূর্য তার
সারা বুক রিক্ত ক'রে সব রঙ বিলিয়ে নিঃশেষে
যখন বিশ্রাম চায়—
আমরা নির্বাক,
স্তব্ধ মূক হৃদয়ের সব কথা তোমার নিঃসীম
অন্ধকারে ডুবে যায়।
হাজার বৎসর ধ'রে তুমি আছো নিত্যসঙ্গী
আমরা তোমার
ঢেউয়ের নদীর আর সমুদ্রের সঙ্গী হয়ে
তোমাতে প্রত্যহ
জীবনের অমরতা
আর তার লাবণ্যের অশেষ বিস্তার
পেতে চাই—
অন্ধকারে তোমার বসতি !

অথচ তোমার
অদৃশ্য ছায়ায় নিত্য অস্তিত্ব আমার
বিকশিত।

হিমে ও বর্ষায়
সূর্যের প্রহরা পাই,
প্রশান্তি চাঁদের ;
নদীর কল্লোল আর সমুদ্রের ঢেউয়ের স্বপ্নের
পরিচর্যা পাই নিত্য
জীবনের এই ক্ষুদ্র ক্লান্ত নদীতীরে।

যদি জানি
যদি এবিশ্বাস হৃদয়ে বিস্তৃত থাকে
তুমি আছো জীবনে-যৌবনে
কর্ম আর প্রতিভার উৎস হয়ে,
তখন বিস্ময় মানি না এ ক্ষণিকের অন্ধকারে
চৈত্রের সন্ধ্যার আর বৈশাখের প্রথম ঊষার
এই রিক্ত সন্ধিক্ষণে।

তুমি কাল। অনন্ত কালের
সঙ্গী নই আমি, তবু তার সঙ্গীদের
সঙ্গীতসভায় নিত্য জেগে রবো
মুগ্ধপ্রাণ আমি।

রেখে যাবো

সেঞ্চুরী ফুলের চারা বাগানে লাগিয়ে
সযত্নে লালন করে কোনো এক ফুলের পাগল
আর তাই অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে
পড়সী তার।
লোহা কিম্বা ডালের আড়তে যেতে আসতে সকাল বিকেল

দেখে আর ভাবে
আর ভেবে ভেবে হাসি পায় তার।

একদা পড়শী তার
সহৃদয় মোত্তাকিম কাজী
অজ্ঞানকে জ্ঞানদান মানসে এবং
পরার্থে সময় কিছু অবশ্যই দেয়া চলে ভেবে
সকালেই হাসিমুখে দাঁড়ালেন বাগানের পাশে।
বাগানে শিশিরে ভেজা মাটি খুঁড়ে
বাগানের একাগ্র মালিক
কী দেখেন কী ভাবেন যায় না বোঝা ;
মনে হয় যেন
মাটির গন্ধেই তিনি মুগ্ধ হয়ে রয়েছেন।
তিনি বোকার স্বর্গেই বাস করেন
একথা উপলব্ধি করেন অভিজ্ঞ মোত্তাকিম মুহূর্তেই
মৃদু হেসে বলেন, জনাব,
সেঞ্চুরী ফুলের চারা, তাই নয়?
জ্বিহা ঠিকই, উত্তরে বলেন বাগানের বয়স্ক মালিক।

লোহা ডাল আড়ত এবং
ইমামগঞ্জের সব গলিঘুঁজি ছাড়িয়ে হঠাৎ
কাজীর বিষণ্ন চোখ চলে গেলো দূরে বহু দূরে
দুদিনের সংসারের পরপারে
এবং বলেন,
আমরা এখন পরপারের পথিক !

ইঙ্গিত অবশ্য অতি মূল্যবান, আশ্চর্য তবুও
বাগানের মালিক আদৌ বিচলিত হয়েছেন বলে
মনে হলে না বরং
মৃদু হেসে বললেন, জানেন
ফুলের সৌরভে মন ভরে আছে তাই
এতদিনে হঠাৎ যাবার ডাক শুনে

মনে হলো, যখন যাবোই
কিছু ফুল রেখে যাই। বাগানে ফুলের
চাষ করি সেই থেকে। আর এই সেঞ্চুরীর চারা
আপনাকে কিছুটা বিচলিত করেছে তা জানি।

কি জানেন, আমি যাবো, আপনিও যাবেন,
শিশু আর কিশোর যুবক সন্তানেরা আমাদের
রয়ে যাবে। সেঞ্চুরীর চারা
দীর্ঘদিন পরে জানি ফুল দেবে।
দীর্ঘদিন।
        আমরা তখন বেঁচে নেই পৃথিবীতে।

তাহোক তবুও
        আমাদের সন্তানেরা এই পথে প্রত্যহ সকালে
লোহা কিম্বা ডালের আড়তে যাবে যখন
তখন
আমাদের কিছু স্নেহ
        কিছু দোয়া বুকে মেখে নিয়ে যাবে তারা।

হে বৈশাখ

মৃগনাভি–ছলনায় নিজেকেই নিজে মুগ্ধ ক'রে রেখেছো।
ঊষার লালিত্যে
আর মধ্যদিনের আগুনে তুমি অকৃত্রিম—
তোমাকে আমি কী দিতে পারি
        কী দেব বলো হে বৈশাখ !
আজন্ম পিপাসার প্রতীক তুমি
        তুমি অবিনশ্বর।
আমার তৃষ্ণা পুড়েছে দ্বিচারিণী জননীর পায়ে পায়ে
আর তার খোঁপার ফুলে
        নিত্য পুজো নতুন অতিথির।

আমার সমস্ত মুখ লজ্জায় আনত
কী দিয়ে তোমাকে বরণ করি বলো।
আমি তোমার সঙ্গী অথবা তুমিই আমার।
আমার ক্লান্তিলগ্নে তুমি যখন কুঙ্কুম ছড়াও
আমার বিষণ্ন রাত্রিতে তুমি যখন তারা হয়ে জ্বলো,
তখন সান্ত্বনা পাই—
মন জানে
একা নই ;
একজন আমার আজন্ম সঙ্গী হয়ে আলো ধরে
এবং সে আলোর জ্যোতিতে
মায়ের খোঁপার ফুল খুঁজে পেতে পারি একদা।
আর এই সান্ত্বনা জ্যোতি থেকে
যে আশার মাসবর্ষ উৎসারিত
সেই আশার একখণ্ড হীরে শুধু
তোমার পথের পাশে
আজ আমি জ্বালাতে পারি !

মন বলে

ছায়ার মিছিলে হেঁটে মনে হয় ছায়া
নিজেকে,
নিজের ফেরার আত্মার পাশে দূরে বহু দূরে
জ্যোৎস্নার যৌবন ঝরে ;
দেবদারুর শাখা
হাওয়া দেয় দুর্বিষহ আশার মুকুলে।

মন বলে যাই যাই
কি আশ্চর্য
তবু থেকে যাই
ছায়াদের সঙ্গী হয়ে—
অনুগতপ্রাণ

অতিথিগৌরবে নিত্য নিষিদ্ধ সরাই
সন্ধ্যার প্রদীপে ঢালে
আরো কিছু সুরা।

দূরে বহু দূরে
রৌদ্রের ফসল ঝরে শুকায়,
রাত্রির
শিশিরে নতুন স্বপ্ন জড়িয়ে ঘুমায়।

স্তব্ধ কদমের ডালে ক্লান্ত হরিয়াল
পাখা নাড়ে—
মন বলে যাই
অকৃত্রিম সঙ্গীতের সুরে
ঘাটের বধূকে ডাকি ;
মায়ের শিথানে
স্নিগ্ধ হাত রেখে বলি, মা এসেছি
আর
ভাইকে ডেকে বোনকে ডেকে বলি,
সতরঞ্চ বিছিয়ে দাও উঠোনে
পুরনো সঙ্গীতসভার।

মন বলে যাই
ছায়ার মিছিলে হেঁটে শান্তি নেই ;
যাই ফিরে যাই
যেখানে মানুষ মাঠ পথ পাখি পলাশ বকুল
আরণ্য বর্ষার জলে পাশাপাশি গা ধোয়
এবং
আদিম নদীর স্রোতে মানবশিশুরা
খেলা করে ;
আদিম ঈর্ষার ঢেউ কখনো বা
কখনো প্রেমের
জোয়ারে ভাসিয়ে নেয় আদিম গুহার
বিষণ্ণতা।

তোমাকে মৃত জেনে

হায় আবু হোসেন
তোমাকে মৃত জেনে
অথবা তোমাকে
আলিফ্‌লায়লার কোনো কল্পিত চরিত্র ভেবে ;
হায় আবু হোসেন ...

সকালে দুপুরে কিম্বা অপরাহ্ণে
তুমি সারা শহরে ছড়িয়ে আছো
আছো রাত্রির নির্ঘুম চোখে
ঘুমের স্বপ্নেও আছো জড়িয়ে।
হায় আবু হোসেন
তোমাকে মৃত জেনে...

যখন যে মুখ দেখি
বাসে কিম্বা ফুটপাতে
অথবা পার্কের বেঞ্চিতে অলস দেহ,
অথবা মার্কেট কিম্বা এভেন্যুয়ে—
যাকে দেখি যত মুখ দেখি
আহা তারা জীবনের যোদ্ধা কিম্বা
জীবনযুদ্ধের অভিনয়ে ক্লান্ত বটে !
তবু ক্লান্ত বিব্রত কয়েকটি মুখ চেনা যায়।
চিনি তাই লজ্জায় এ মুখ নত হয়—
হায় আবু হোসেন
তোমাকে মৃত জেনে ...
সেই ক্লান্ত বিব্রত কয়েকটি মুখ
সূর্যোদয়ে স্থির হবে আবার নতুন বিশ্বাসে
আবার নতুন উদ্যমে চঞ্চল এবং থরোথরো
সেই কটি মুখ
আবার তুমিই সারা শহরে ছড়িয়ে দেবে
সওদাগরী এলাকায় আর

মহাকারণিক দফতরের গলিতে গলিতে
আর অপরাহ্ণে ঘরে ফিরে যাবে কিছু সফলতা,
বিফলতা কিছু পার্কের বেঞ্চিতে
কিম্বা চা-খানায় অলস দু'হাতে
স্বাস্থ্য পান করে যাবে
কিছুক্ষণ ধরে তোমার
ভবিষ্যতে আশা রেখে।
হায় আবু হোসেন
তোমাকে মৃত জেনে...

সেই সব মুখ
সফল উজ্জ্বল সেই ঘরে ফেরা মুখ
স্বপ্নাতুর কয়েকটি চোখের তারা
যখন বিদ্ধ করে আমাকেও
আমার বুকের মেঘেও যখন
কিছু বিদ্যুতের আলো হানে
আর আমি ক্লান্ত হই
আমিও বিব্রত হই
এবং অতঃপর
বিনিদ্র রাতকে আমিও ভালোবাসতে শুরু করি
ভালোবাসি অসুস্থ আত্মার জয়গান—
তখন, তখন আমি আর্শিতে এমুখ দেখতে ভয় পাই,
ভয় পাই তোমার সঙ্গে মুখোমুখি হতে।

কেননা, তোমাকে
হায় আবু হোসেন তোমাকে মৃত জেনে
যদিও ঠকেছি,
তোমার কঠিন হাতে মৃত্যুর শিকার হতে
চাই না চাই না।

কান্না নেই

কিছু কান্নার কুসুম দাও আমাকে !

আমি তার ভেজা পাপড়ি হাতে রেখে
আমি তার বুকের সুরভি মেখে সারা বুকে
আরো কিছুক্ষণ থাকতে চাই ঘরে একা, ভাবতে চাই :
সারা রাত সারা রাত এত যে শিশির
আর জানালার বাইরে সারা রাত এত যে কান্নার সুর
তবু কেন ভোরের বাগানে কান্না নেই,
মহৎ মধুর কান্তি আর কেন পোড়ে এত ভোরে
কে পোড়ায় সাজানো বাগান ?

কে দেয় ভোরের সূর্যে এত দাহ
কেড়ে নেয় আলোর কুসুম
কান্নার লালনে যার পল্লবের প্রত্যেক রেখায়
থাকতো সুখ জীবনের মধু হয়ে।
আমি তাকে ফিরে পেতে চাই
এই ক্লান্ত ক্লিষ্ট বুকে। কাঁদতে চাই আমিও
আমাকে কাঁদতে দাও, দেখো
এত যে আঁধার
রৌদ্রের রুপালী পাখা ঢেকে দিয়ে
কেবল তুফান আঁধারের সারা বিশ্বে ছড়ায়
তবুও দেখো দেখো মানুষ কেমন নিঃশঙ্ক,
কাঁদে না।

কাঁদে না কাঁদে না ভয়ে অথবা রোদের
পাখির দুর্দিনে কেউ বেদনায় কাঁদে না ;
আমার চারপাশে কান্নার বিপক্ষে তারা
তোলে দেখো নতুন দর্শন।

ভাই কিম্বা সন্তানের মুখ
কেমন কঠিন দেখো আরো দেখো

কি বর্বর গর্বের উত্তাপে জ্বলে সারা মুখ
আর বলে, কান্নার মতন এই পৃথিবীতে
লজ্জাকর আর কিছু নেই।

তাই লজ্জা আমার। আমাকে
কিছু কান্নার কুসুম দাও—
আমি তা ছড়াবো
মানুষের পরিত্যক্ত পুরনো বাগানে।

আশা রাখি কেননা

তোমাতেই আশা রাখি আমার অবিনশ্বর জন্মভূমির
অমথিত অটল রূপের
আর তার অবিনশ্বর ঐতিহ্যের।
আমার অমর আত্মা তোমাতেই বাঁচে
তাই তুমি বড়ো আমার আত্মার চেয়েও।

সুপ্রাচীন পিপাসার মত
তুমি আছো আমার আজন্ম সঙ্গী হয়ে
এবং আমার হৃদয়ের আর্তি হয়ে তুমি—
কি আশ্চর্য, আমাকে তুমি লালন করেছো
আশৈশব। তুমি আমাকে আমার দিনের
আর রাত্রির ব্যাখ্যা দিয়েছো, দিয়েছো
জীবনের ভাষ্য—
আমি আমার দুর্গম পথে পেয়েছি
অটল বিশ্বাসের পাথেয়, আমি জয়ী হয়েছি।

পথে পথে বিকশিত হয়েছে আমার প্রাণ
আমি দেখেছি শত শত মানুষের আত্মার বিকাশ,
আমাদের জীবনের সব তৃষ্ণা চিত্রিত দেখেছি
পথে পথে।

বিষণ্নতা। যখন মেঘের বিষণ্নতা—আর যখন
বজ্রের আঘাতে অরণ্য কাঁপতে দেখেছি
তুমি আমার আর আমার সঙ্গীদের মুখে
এঁকেছো তখন আশ্বাস আর বিশ্বাসের অশেষ বর্ণালী।

আমি তাই মুগ্ধ হয়ে দেখেছি
আর আমার আজন্ম সঙ্গী সঙ্গে আছে জেনেছি
সহজে উত্তীর্ণ হয়েছি হিংসার অন্ধকার
স্বার্থপরতার প্রাচীর ভেঙে এগিয়েছি—
তুমি আমাকে জয়ী করেছো, তুমি আমার
সঙ্গীদের জয়ী করেছো।

আজন্ম পিপাসার প্রতীক তুমি
তুমি অবিনশ্বর—
আমার তৃষ্ণা পুড়েছে
বিভ্রান্ত দিনের পথে পথে—
তুমি আমার সঙ্গী হয়ে
আমার আত্মাকে করেছো অমর,
আমাকে স্নিগ্ধ করেছো, করেছো গৌরবান্বিত।

আমি তোমার সঙ্গী অথবা তুমিই আমার—
আমার ক্লান্তিলগ্নে তুমি যখন কুঙ্কুম ছড়াও
আমার বিষণ্ন রাত্রিতে তুমি যখন তারা হয়ে জ্বলো
তখন আমি সান্ত্বনা পাই
মন জানে, একা নই
একজন আমার আজন্ম সঙ্গী হয়ে
আলো ধরে
এবং সে আলোর জ্যোতিতে
মায়ের প্রসন্ন দৃষ্টি খুঁজে পাই।

আর সেই হীরের আলোয়
উদ্ভাসিত হতে পারে শত মানুষের আত্মা—

কেননা জানি,
দেশে দেশে কালে কালে
এই শিখা মানুষের আজন্ম সঙ্গী হয়ে
সঙ্গে থাকে
তাকে আজীবন লালনে অমর করে রাখে
সুপ্রাচীন এই পিপাসা।

নজরুলকে মনে করে

কী অসহ্য উজ্জ্বল এবং দুর্বার তোমার উপস্থিতি
আমার জীবনে !
তোমাকে উত্তীর্ণ হবো এ আশায়
আর উত্তরকালের এক প্রতিনিধি হবো এ আশায়
আমি কৃচ্ছ্রসাধনার প্রতীক।
বালখিল্য মত্ততায় কখন হঠাৎ
সব আলো নিবিয়ে পথের একাই অগ্রসর হয়েছি
এবং ভেবেছি
আমি এক স্বনির্ভর আলোর জগৎ !

অথচ তোমার কিম্বা তোমার কালের সব চিহ্ন মুছে দিয়ে
যখনই সম্মুখে এগিয়েছি
মুখোমুখি হয়েছি এক অন্ধকার আকাশের
আর শূন্যতার।
এবং পশ্চাতে ফিরে তাকিয়েছি
দেখেছি স্তব্ধ ইতিহাসের শিখা জ্বলে আর নেভে
আর আমার মগ্নতার লজ্জা ঢেকে দেয়
তার আলোর দাক্ষিণ্য তখন।

এবং বারবার তবু তাকে অস্বীকার করেছে এক
অনভিজ্ঞ মনস্বিতা
ভেবেছে কোথাও কোনো অবিনশ্বর নদী নেই।

আমিই আমার নদী
আর তার গর্ভে মুক্তো অজস্র কুড়াবো
কীর্তি রেখে যাবো অনন্য।
দুর্বল আমার প্রতিরোধ ভেঙেছে
অবিনশ্বর সেই নদীটি পাশেপাশে বয়ে গেছে
আমাকে দিয়েছে সঙ্গ আমার অজ্ঞাতে।

অতঃপর আজ জানি
তুমি আর তুমি যাদের সঙ্গী হয়ে এগিয়েছো
তাদের এবং তারা যে নদীর সঙ্গী
তার সঙ্গ থেকে মুক্তি নেই আমারো।

তোমাকে ভুলতে গিয়ে বারবার পড়বে মনে
আমার কৈশোর আর সমগ্র যৌবন ঘিরে
তোমার নায়কমূর্তি
যে আমাকে নায়কের অহঙ্কার অর্জনের স্বপ্ন দিয়েছিলো।

ভুলবো না সে নদী
যার ঢেউ উষাকালে আমাকে শুনিয়ে গেছে কলগান,
খর রৌদ্রে দিয়েছে শান্তির সুধা ;
আর দু'তীরের শ্যামল ছায়ায় আশ্রয়ের আশ্বাস।

তুমি আর তোমার আমার আর সকলের সেই নদী।
অমর্ত্য সেই নদী
উজ্জ্বল দুর্বার হয়ে নিত্য করবে ঘোষণা
তার উপস্থিতি এ-জীবনে এই জানি।

আলো-আঁধারের দর্শন

ওরা এখন পার হতে চায় দুর্গম দীর্ঘ পথ,
শোনো ওরা বলে, রাত শেষ হয়ে এলো!

পূর্বাশার আলো ঐ দেখা যায় !

আমরা বলি,
আহা অবুঝ ওরা বোঝে না।
ওদের ফিরিয়ে দাও তুমি,
ফিরিয়ে দাও আমাদের বাহুবন্ধনে—
সামনে ওদের কী গভীর অন্ধকার !
ওদের অপরাধ তুমি নিও না।

ওরা বলে, রাত শেষ হয়ে এলো আমাদের পেছনে
আমরা বলি, সামনে তোমাদের রাত নামছে
তোমরা ফিরে এসো।

আশা সে ত মরীচিকা, আমরা বলি।
ওরা বলে, আশাই জীবন, জীবনের শ্রী !

ওরা এগিয়ে যায় স্বচ্ছন্দে,
আমরা অবাক হই।

তুষারশীতল এই অন্ধকার প্রকোষ্ঠে
আমরা একটি ছোট্ট প্রদীপ জ্বালতে গিয়ে ব্যর্থ হই
বলি, এই অন্ধকারের দর্শন তোমরা জানো না।

দূরে ওদের কণ্ঠস্বর শোনা যায় ;
আলো এত আলো !
এই ত জীবনের দার্শনিক ভাষ্য !

আমাদের মধ্যে একজনের গলা শোনা যায়—
যে তার হাতের বইটি আরো শক্ত করে
চেপে ধরেছে হাতের মুঠোয়
সে বলে : ওদের চোখের দিকে যদি
তাকাতে তোমরা পারতে—

আলো ওদের চোখে,
কি উজ্জ্বল আর প্রাণোচ্ছল তার শিখা !

আর আমরা ?
আমাদের একজন তাকে প্রশ্ন করে।

সে বলে, আমাদের চোখে আলো নেই
আমরা অন্ধকারে হারিয়ে গেছি !

দূরে অনেক দূরে ওদের জয়ধ্বনি শোনা যায়,
আমরা ভাবি, এলো মৃত্যুর পদধ্বনি।

'আহা বাছারা !'
আমরা দু'হাত তুলে ওদের জন্যে মুনাজাত করি।

আমাদের মধ্যে সে লোকটিও উর্ধ্বে তুলে ধরে
তার দু'টি হাত
উচ্ছ্বসিত গলায় বলে সে,
এই বুঝি ওরা পৌছে গেলো ওদের রাজ্যে !

সে রাজ্যে আমাদের প্রবেশ নেই—
মৃত্যু আমাদের সামনে
ওদের সামনে জীবন।

সে আসে

টলমল পদভারে সে আসে সে আসে !
বিপুল দানবদেহ
বজ্রনাদ !
মাটি কাঁপে
মাটির মানুষ কাঁপে আতঙ্কে দু'ধারে।

তার মুখে সম্রাটের হাসি।

সম্রাটের হাসি তার
এবং নির্ভীক
পদপাতে ঘাস ফুল সরোবর বাগান নিশ্চিহ্ন, তার
দৃষ্টি ঊর্ধ্বে ;
মানব-মনীষা
সে তার দৃষ্টির তাপে উজ্জীবিত করে যায় যেন।

এবং জীবন্মৃত মানুষের ভীড়ে
আতঙ্কে ধ্বনি ওঠে যখন, সে হাসে
সম্রাটের করুণায় এবং দু'হাতে
কর্কশ দু'হাতে তার অন্নের আশ্বাস
আর বরাভয় ছড়িয়ে ছড়িয়ে
পথের দু'ধারে তার রেখে যায় অপার বিস্ময়,
জয়ধ্বনি।

কি তার বিপুল দেহ
ইটের উপরে ইট
সূর্যের সমস্ত মুখ ঢেকে যায়
লোহায়-বিদ্যুতে প্রস্তরখিলানে গড়া।
এবং সে আসে
নির্ভীক নিশ্চিত পায়ে
নিশ্চিত আশ্বাস
জয় তার।

দেশ থেকে দেশান্তরে গতি তার অব্যাহত সম্রাটের মত।
পৃথিবীর মানবসমাজ
আজ তার শাসনের অনুগত
কিঙ্করের মত
নিত্য তাকে অনুসরণেই
সুখের সন্ধান করে—

এবং একজন পলাতক এই মত্ত ভীড়ের পশ্চাতে
খুঁজে ফেরে হারানো বাগান
সরোবর ঘাস ফুল।
ক্ষুধার অন্নের বিনিময়ে
এই সব নিঃশেষে হারাতে নয় রাজি
তাই জেনে
কেউ মূর্খ কেউ বলে উন্মাদ। সে বলে :
এই মত্ত গতির কোথায় শেষ জানা নেই,
জানে না সম্রাট নিজে
আর তার অগণিত প্রজাদের জানা নেই।
তাই
চায় না বিচ্ছিন্ন হতে মাটি থেকে
সে চায় নতুন কোনো সন্ধি। তার
শর্ত রচনার ভার কে নেবে জানে না,
সে চায় নতুন কোনো আশ্বাসের বাণী।

তোমার জন্যে

তোমার জন্যে এই আকাশের
গাঢ় নীলের প্রাচুর্য
আর সকাল বেলার শিশিরধোয়া
সবুজ ঘাসের স্পর্শটুকু
আর সময়ের সমুদ্রপার অলস-মধুর
মুক্ত করে রেখে যাবো,
সেই আশাতে—

তোমার জন্যে নির্ভাবনার
দিনগুলি আর
নিরুদ্বিগ্ন রাতের আকাশ,
আর তোমার এই এলোখোঁপায়
একটি অমর স্বপ্নশপথ রেখে যাবো,

সেই আশাতে—

ঝড়ের আকাশ শান্ত হবে
শান্তি পাবে,
তোমার মাটি তোমার জন্যে
দেবে ফসল অফুরন্ত
মুক্ত হবে তোমার বাহু
আনবে ঘরে সোনাদানা
তোমার জন্যে ;
দেখে যাবো তোমার শীর্ণ চোখের কোলে
আলোর বন্যা
নতুন দিনের আলোয় নেয়ে
শীর্ণ দেহ জাগবে আবার
নতুন জীবন
নতুন প্রেমে,
এই আশাতে—

এই আশাতে—
তোমার জন্যে গাঁথবো না আজ
কথার মালা,
মনে মনে তুলব না আর
অচেনা ফুল তোমার জন্যে ;
আর তোমার ঐ চাঁদকপোলে
একটি কালো তিলের জন্যে
বোখারা আর সমরখনদ্‌কে
বিলিয়ে দেবার দুঃসাহসও
করব না আর।

এবার থেকে
তোমার জন্যে কথা আমার দিনের আলোর
তপস্যাতে
ঝরবে পথে।

গড়বে নতুন দিনের বাসা
মহৎ প্রেমে।
আমি তখন রই বা না রই
তুমি তখন
মুক্ত দিনের আলোর রাজ্যে রাণী হ'য়ো।

ডাবল কলাম

দৈনিকে সংবাদদাতা
দিনরাত্রি একাকার তার।
সর্বজন পরিচিত সর্বভূতে প্রকাশ তাহার
আর তার দু'পকেটে ভ্যারাইটির টিকিটের বই—
অতিরিক্ত মই
একখানা। সারাদিন হোটেল-রেস্তোরাঁ।
কি বসন্ত কিবা শীত মাঝে মাঝে দু'টেবিল জোড়া
অফিসেই।
অতঃপর একশত বারো টাকা ছ'আনা এনাম
দৈনিকে সংবাদদাতা, তারো বটে আছে কিছু দাম।

তাই বলে এ কি কাণ্ড
কী বিশেষ সংবাদে সে আজ
সমস্ত বাড়িটা জুড়ে বিবাহের সাজ
পরিয়েছে; আলোয় উজ্জ্বল প্রতি কোণ
বারান্দায় সেতারের মৃদু আলাপন;
চায়ের সোনালি ধোঁয়া,
পাঁচশত পঞ্চান্নর টিন—
কি ব্যাপার, এতদিনে সাংবাদিক ফেরালো কি দিন?

অথবা সংবাদ এলো : স্বাক্ষরিত সনদ শান্তির
অথবা সংবাদ এলো : কোনো তীক্ষ্ণ তীর
ক্ষুধার তিমির হেনে পৃথিবীর মৃত্তিকার কোল

মুক্ত ক'রে সূর্যের ফসল
বুনে গেছে? কি ব্যাপার? কিছু আলো চাই।

অভিজ্ঞ সংবাদদাতা মৃদু হেসে বলে,
শোনো ভাই—
বহু অপেক্ষিত এক সংবাদের ঘোষণায় আজ
সমস্ত হৃদয় জুড়ে সাহানা আওয়াজ
সানাইয়ের, তাই
সামান্য চা। সে যাকগে, এবার জানাই
আসল সংবাদটুকু—যদিও ভোরের
পত্রিকায় দেখবে সব তবু এর ঢের
মূল্য আছে; সকলের আগে জানা।

খবরে প্রকাশ
বহু কৃচ্ছ্রসাধনায় বিজ্ঞানীরা কাটিয়ে ক'মাস
অতঃপর পেয়েছেন জমির সন্ধান
যে জমিতে পাট কিম্বা ধান
জন্মাবে না। কোনো এক অমূল্য তরুর
নিবিড় পল্লব ঘিরে ভুবনবিজয়ী এক সুর
তুলবে অসংখ্য কীট।
সুরের সোনালি জাল দিয়ে
একটি পোশাক হবে, সে পোশাক নিয়ে
আনন্দবিহ্বলচিত্তে এ পৃথিবী দেবে উপহার
যুবতী রাজ্ঞীর হাতে। অভিষেক উৎসব তাহার
ধন্য হবে। এবং বিজ্ঞান
হবে ধন্য।
ধন্য হবে চাষী যার শোণিতে রঙিন এই দান।

জাল

টলটলে অমন সুন্দর চোখ
আহা, রাধা কিংবা হেলেনের চোখ দেখিনি

জানি, কেন তোমরা সুন্দর চোখের মেয়েদের নাম
মীনাক্ষী রেখেছো।

আমি ঐ রুপালী শরীর
আর ঐ টলটলে জ্বলজ্বলে অতল চোখের মাছদের
ভালোবাসি।

আর দেখো নিয়তি আমাকে—
জানো, এতদিনে আমি নিয়তিকে
মেনেই নিলাম
কেননা জানি,
তোমার কঠিন মুঠি কোনদিন ভুলেও খুলবে না।
এই একটি দিকে তুমি বড় সতর্ক
তা জানি আজন্ম ;
আমার রশিটি
মুঠো থেকে কোনদিন ছাড়বে তুমি
এমন বিশ্বাস আর নেই আমার।

নিয়তি !
নিয়তি আমাকে দেখো
কেমন অন্ধের মত ঘোরায় তোমার হাতে !
তোমার হাতেই শিকার
আর তোমার লোভেরই শিকার ওরা—
আমি দেখো কুখ্যাতি কুড়াই সারা জীবন !
তোমার লোভের বলি সংগ্রহের ভার
আমি বই—

তুমি কিছু রসে-রোদে
আমাকে বাঁচিয়ে রাখো
সে ত তোমারই গরজ প্রভু।

তার চেয়ে
দয়া নেই তোমার তা জানি,

তবু মিনতি, দয়া করো, যদি পারো,
একটিবার হাতের মুঠোটি আলগা করে দাও,
মুক্তি দাও আমাকে,
একবার জীবনে
আমাকে তুমি ডুবতে দাও ইচ্ছের অতলে!
সুন্দর রুপালী এই মাছদের রাজ্যে
আমি ইচ্ছে নিয়ে মরি।

সূর্যসঙ্গ

রক্তপলাশের বুকে তাকে তুমি দেখো না, চেয়ো না
দূরের সমুদ্রনীল দিগন্তে যেখানে
দু'টি একটি পাখির পাখায়
শেষসূর্য ছড়ায় সোনার কুচি যেখানে মেঘের
বুকের সমস্ত ঝড় ঢেকে রাখে গোধূলির রঙ
দু'দণ্ড, যেখানে আঁধারের আজন্ম বসতি
সেখানে বিষণ্নবুক বিকেলের রোদে
রেখো না যৌবন। তার সারা দেহে যত আলো জ্বলে
জ্বলে যাবে ছাই হবে আঁধারের জন্ম দেবে মুহূর্তে, কেননা
যৌবনের জীবন-সম্ভার
সে তার সমস্ত পথে ছড়িয়ে গিয়েছে রেখে, দেখো
তুমি দেখো তোমার নিজের
গৃহকোণে কদম-কেশরে
ভোরের পাখির গান সারা দিন মূক হয়ে আছে
পথ চেয়ে আছে দেখো আরেকটি ভোরের।

তাকাও পশ্চাতে ফিরে, তুমি এসো বিষণ্ন বেলার
ঝলকিত বেলাভূমি পার হয়ে এসো, ফিরে এসো
তোমার অশথ শালের সতেজ বীথি পার হয়ে
ঘরে এসো, দেখো, সন্ধ্যা নামে;
এখনি পাখিরা নীড়ের আশ্রয়ে এসে

সারা রাত সারা রাত ধরে
ভোরের সভার গানে বুক রেখে ঘুমোবে। তুমিও
ভোরের পাখির সঙ্গে পাখী হবে এই আশা নিয়ে
এখন পাখির সঙ্গে পাখি হয়ে ঘুমাও নিজের
এই নীড়ে ; ভয়
কোর না নিজের পরিচিত অন্ধকার এ রাত্রিকে,
এ রাত্রি তোমার শৈশবের কৈশোরের চেনা, তুমি জানো
মরীচিকা ছলনার জালে এ রাত্রি তোমাকে কভু জড়াবে না ;
তুমি সহজেই চেনো একে সহজেই তুমি
পারো অন্ধকার বলে একে চিনে নিতে।

পাখির অলস দেহে ধীরে ধীরে খসে যাবে রাত
এবং রাত্রির শেষে যে ভোর আসন্ন তাকে চেনো তুমি।
তাকে তুমি সহজে আপন
জীবনের দীপ্তি বলে মেখে নিতে পারো
নিজের সমস্ত দেহে সারা মনে, আর তাকে
সমস্ত আঁধার পথে হাতের শিখার মত করে
পার হ'তে পারো তুমি সারা পথ

—সমস্ত জীবন !